আপডেট: মেহেরপুরের গাংনীতে লিচুবাগান দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের দুজন নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে লিচুবাগান দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের দুজন নিহত হয়েছে।শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলার সাহেবনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সাহেবনগর গ্রামের কবিরের ছেলে ইসমত কবির ডাবলু ও একই গ্রামের সেকেন সরদারের ছেলে সানারুল ৫৫।

নিহত ইসমত কবির ডাবলুর বোন সাবিনা জানান, তাদের একটি লিচুবাগান দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ ভোগ করে আসছেন।কিন্তু ঘটনার সময় সেকেন সরদারের ছেলে সানারুল ও ইউপি সদস্য হাবিবের নেতৃত্বে তাদের সহযোগীরা লিচুবাগান দখল করতে আসলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে সংঘর্ষে তার ভাই কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

অপরদিকে নিহত সানারুলের স্ত্রী রশিদা খাতুন জানান, খবির ও তার ছেলে ডাবলু তাদের লিচুবাগান দীর্ঘদিন ধরে জবরদখল করে রেখেছে। জমির কাছে গেলে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে। গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সার্বিক ঘটনা তদন্ত চলছে।

গাংনী থানার তদন্ত ওসি’র দুই মাসের বেতনের টাকায় খাদ্য সহায়তা প্রদান

দুই মাসের রেশন ও বেতনের টাকায় দুস্থ্যদের সহায়তা করলেন গাংনী থানার তদন্ত ওসি মোঃ সাজেদুল ইসলাম। শুক্রবার সকালে গাংনী থানা চত্বরে তিনি নিজ বেতন ও রেশন এর অর্থ দিয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান

করেন।

করোনা মোকাবেলায় কর্মহীন হয়ে পড়ায় অনেক পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এসকল অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তা পদান করতে তিনি তার চাকুরি থেকে প্রাপ্ত রেশন ও বেতনের টাকায় ২৫ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেন। তার দেখাদেখি সরকারি বা বেসরকারি চাকুরি জিবি মানুষ যাতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাই তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

গাংনী থানার ওসি তদন্ত মোঃ সাজেদুল ইসলাম বলেন,বিভিন্ন এলাকায় এমনও গরিব পরিবার আছে যারা এখনও সরকারি ত্রাণ পাননি। বা তাদের কাছে সরকারি ত্রাণ পৌছাইনি। আমরা যারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি আছি তারা যদি এক মাস বা দুই মাসের বেতন দিয়ে প্রতিবেশিদের সহযোগীতা করি তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র সহায়তা পেয়ে অনেক পরিবার বেঁচে যাবে। সকলকে সহযোগীতায় বিত্তবার এগিয়ে আসার আহব্বান জানান তিনি। খাদ্য সহায়দা বিতরণ কালে গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমানসহ থানা পুলিশের সকল সদস্যবৃন্ধরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সংঘর্ষ – নিহত ২

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুরে দু’গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ২ হয়েছে। শনিবার বিকালে জমি জায়গায় নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে। নিহতরা হলেন সাহেবনগর গ্রামের মৃত সিকেন্দারের ছেলে সানারুল (৪০) ও কাজিপুর গ্রামের খবিরের ছেলে ডাবু (৪৫)।

বিস্তারিত আসছে….

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওরা ১৭ জন

বিশ^ব্যাপী মরন ব্যাধি করোনা নিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। অনেকেই ব্যাবসা বানিজ্য গুটিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে রয়েছেন হোম কোয়ারেন্টিনে। সেখানে জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ওরা ১৭ জন। যদিও তারা সরকারি বেতন কিংবা ভাতা প্রাপ্ত নয় তবুও তারা নিয়োমিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন । জীবনের ঝুঁকি থাকলেও এদের নেই কোন আত্নরক্ষার সরঞ্জামাদী। পরিবার পরিজন নিয়ে এদের সংসার চলে অভাব অনটনে।

সকল শ্রেণি পেশায় নিয়োজিত মানুষ যখন ভয়ে ভীত। পরিবার পরিজন নিয়ে যখন ঘরে বসে সময় পার করছেন অনে্◌েকই। তেমন মূহুর্তে জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরিবার পরিজনের তোয়াক্কা না করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়মিত স্বে”চ্ছায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন ওরা ১৭ জন।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাসপাতালে সেবা নিতে আসা মানুষকে সেবা দিতে একটু পিছপা হচ্ছেননা তারা। হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফদের সেফটি ইকুইভমেন্ট দেয়া হলেও তারা তা থেকে হয়েছেন বঞ্চিত। নিজের টাকা খরচ করেই কিনেছেন হ্যান্ড গ্লোভ ও মাস্ক। আতংকে পরিবারের লোকজন বাহিরে আসতে নিষেধ করলেও সেবা প্রদানের নেশায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পৌছান হাসপাতালে। তবুও তাদের চাকরি নাই,নাই কোন বেতন ভাতা।

জাতির এই ভয়াবহ মুহুর্তে তবুও তারা দিনের পর দিন সেবা প্রত্যাশিদের সেবা দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যাশা হয়তোবা সরকারি ভাবে তারা একদিন মুল্যায়িত হবে
হাসপাতাল সত্রে জানাগেছে,চৌগাছা গ্রামের আনছার আলীর মেয়ে আলগুনারা। ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। কর্মরত নার্সদের সহযোগীতা করেন। হিজল বাড়িয়া গ্রামের আশারুল ইসলমের ছেলে সুমন আলী ২০১৭ সাল থেকে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে শ্রম দিচ্ছেন। কাজিপুর বেতবাড়িয়া গ্রামের গোলাম হোসেনের মেয়ে শারমিন মুক্তা।

তিনি ১৭ সালের প্রথম দিক থেকেই আউট ডোরে টিকিট ক্লার্ক হিসেবে

কাজ করছেন। টিকিট কাউন্টারে প্রতিদিন কয়েকশ মানুষের টিকিট দিয়ে থাকেন। তিন বছর নিজের টাকা ভাড়া দিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসা যাওয়া করছেন। সেবা প্রদানের দরুন প্রতিদান হিসেবে এখানে সরকারি ভাবে স্থায়ী হবার প্রত্যাশায় জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষকে সেবা প্রদান করছেন।

গাংনীর আজগর আলীর মেয়ে সেলিনা খাতুন কাজ করছেন আয়া পদে। এ পদে আজিজুলের ছেলে মকলেচুর রহমান কাজ করছেন। ২০১১ সাল থেকে আয়া পদে কাজ করছেন। গাড়াডোব গ্রামের মৃত রেজাউলের ছেলে সাজেদুল ইসলাম বছর তিনেক আগে অফিস সহায়ক পদে কাজ করছেন। তিনি প্রথমে চুক্তি ভিত্তিক ভাবে সেবা প্রদান করতেন। তিনি এখন অবৈতনিক ভাবে রয়েছেন।

বাদিয়া পাড়া গ্রামের আব্দুস সামদের ছেলে আকরাম হোসেন ২ বছর যাবত বাবুর্চি হিসেবে কাজ করছেন। চৌগাছা গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে জিয়াউল হক। ওয়ার্ড বয় হিসেবে কাজ করছেন। মালশাদাহ গ্রামের আল আমিন হোসেন নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করছেন দির্ঘদিন। মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের শাহাবুদ্দিন বাবুর্চি হিসেবে ৩ বছর রান্না করে রোগীদের খাওয়াচ্ছেন। পরিস্কার কর্মি পারভিনা আকতার। তিনি হিজল বাড়িয়া গ্রামের সিদ্দিকুরের মেয়ে। তিনি ১ বছর যাবত হাসপাতালকে পরিস্কার করে রেখেছেন ।

ইকুড়ি গ্রামের সুজনের স্ত্রী সেলিনা খাতুন পরিস্কার কর্মী হিসেবে কাজহ করছেন। এছাড়াও সিতা রানী,রেবেকা খাতুন,হুশনিয়ারা রঞ্জিত, আমিরন নেছা, ও রঙ্গিলা খাতুন পরিস্কার পরিছন্ন কর্মী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ও পরিচালনা পর্ষদ তাদেরকে দিয়ে বিনা বেতনে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

কয়েক বছর ধরে এখানে কাজ করলেও তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়না বলে জানান তারা। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন পদে কর্মরত এসকল স্বেচ্ছা সেবক জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ যখন ঘর বন্দি তখন জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষের সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে । দিনের পর দিন মাসের পর মাস মানুষর সেবায় নিজেকে আত্ন নিয়োগ করতে পেরে এখন গর্ববোধ করি।

এবং বলতে পারি জাতীর এই ক্রান্তিকালে গাংনীর অসহায় মানুষের পাশে থাকতে পেরেছি। এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দির্ঘদিনের পরিশ্রম আর বর্তমানে টিকে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতনভুক্ত ও চাকুরি স্থায়ীকরনের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সু দৃষ্টি

কামনা করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনবল সংকটের কারনে দীর্ঘদিন থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৭ জন নারী পুরুষ স্বেচ্চায় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়না। বরং যারা এখানে শ্রম দিচ্ছেন তারা তাদের নিজস্ব খরচেই দুর-দুরান্ত থেকে আসা যাওয়া করেন। সংকট কালিন মুহুর্তেও তারা সেবা প্রদান করছেন যা গাংনী বাসিসহ সকলের কাছে প্রশংসনীয়।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পরিষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে অসহায়, খেটে খাওয়া, কর্মহীন, মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার দিনব্যাপী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মহীন, খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা গাংনী উপজেলার সাহারবাটি, কাজীপুর, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ৪০০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে।

খাদ্য সামগ্রী মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাল, ১ কেজি তৈল, ১ কেজি ডাল, ৫০০ গ্রাম খেজুর ও একটি সাবান ছিলো

এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মুজিবনগরে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যাক্তি সুস্থ হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের করোনা আক্রান্ত জাহাঙ্গীর নামের প্রথম ব্যাক্তি সুস্থ্য হয়েছেন। সে ব্র্যকের স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে কর্মকর্তা ও বল্লভপুর গ্রামে ভাড়া বাসাতে থাকতেন। তিনি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা।
গত ২২ এপ্রিল তিনি মুজিবনগর উপজেলায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। পরে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইন এ রাখা হয় এবং সেখানেই চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হয়।
গত ৮ মে তার করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হলে তা নেগেটিভ আসলেও অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও একটি পরীক্ষা কারনো হয়। পরের নমুনা পরীক্ষাতেও তার করোনা নেগেটিভ আসে। ফলে শনিবার (মে
১৬) দুপুরে তাকে করোনা মুক্ত ঘোষানা করা হয়।
মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ বিভাগ তাকে সুস্থ বলে ঘোষনা করেন। ঘোষনার পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রেজওয়ান আহম্মেদ তার বাসভবনে গিয়ে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সচেতন থাকার জন্য পরামর্শ দেন।

মেহেরপুর পৌর হাটে বিক্রেতা থাকলেও মিলছে না ক্রেতা

প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে গত ১০/০৫/২০ তারিখ থেকে অল্প পরিসরে হাট বাজার, মার্কেট চালু করার অনুমতি দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয় মেহেরপুরের পশুর হাট।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর পশুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, নেই কোন পশু কেনাবেচা। তবে দেখা যায় কিছু পোশাক বিক্রেতাদের

ফুটপাতে বসে পোশাক বিক্রয় করতে।

ফুটপাতের পোশাক বিক্রেতা সামসুল হক জানান, দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার পরে হাট-বাজার চালু হলেও নেই কোন আমাদের বেচাকেনা।

গরু ব্যবসায়ী জাকির মন্ডল জানান, আগে গরুর ব্যবসা করতাম এখন গরু বেচাকেনা বন্ধ তাই এখন পুরানো সাইকেলের ব্যবসা করছি।

অপরদিকে সবজি বিক্রেতাদের দেখা যায় হতাশ হয়ে বসে থাকতে, সবজি বিক্রেতা থাকলেও নেই পর্যাপ্ত ক্রেতা। সবজি এনে সারা দিন বসে থেকেও মিলছে না ক্রেতা।

মুজিবনগরের গোপালপুর যুব সমাজের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের উদিয়মান কিছু তরুনদের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে গ্রামের ১১৪টি অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে এই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল, ২কেজি ময়দা, ১ কেজি চিনি, ২ প্যাকেট লাচ্চা সেমিাই, ১ টা সাবান, হাফ কেজি ডিটারজেন্ট পাউডার এবং নগদ ৩০০টাকা।
গ্রামের কৃতি সন্তানদের সহযোগীতায় উপহার সামগ্রী প্রদানের সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন সোহেল, ফরিদুল ও প্রতীক।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে আধা মিনিটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৫টি বাড়ি ও দোকান

মেহেরপুরে তান্ডব চালিয়েছে কাল বৈশাখী ঝড়। আকস্মিক ঝড়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে ১২ থেকে ১৫টি বাড়ি ও দোকান। উড়ে গেছে ঘরের টিন। ভেঙ্গে পড়েছে গাছ পালা।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে কাল বৈশাখী ঝড়ে আধা মিনিটের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এসব বাড়ি ঘর।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ করে ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের গতি এতটায় তীব্র ও শক্তিশালী যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘর বাড়ি দোকান পাট ও গাছপাড়া ভেঙ্গে যায়। রাত থেকে বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয়ের দিনমুজুর ও দরিদ্র পরিবার।

মুজিবনগরে ৯০ এতিম শিশুকে ইফতারি করালো পুনাক

মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবারের ৯০ এতিম শিশুদের মাঝে ইফতার বিতরন করেছেন মেহেরপুর জেলা নারী কল্যান সমিতি(পুনাক)।

শুক্রবার বিকালে জেলা পুলিশ নারী কল্যান সমিতির সভানেত্রী মিসেস তাহেরা রহমান উপস্থিত থেকে এ সকল ইফতার সামগ্রী বিতরন করেন।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়াটার) হাসিবুল আলম, সহধর্মিনি ইরিন ইসরাত, সদর ওসি সর্হধর্মিনি, মুজিবনগর থানার

অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর